চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

১. **পরিচিতিঃ** স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক আদর্শ প্রতিষ্ঠান তৈরির দিকে দৃষ্টি রেখে ১৯৭৭ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (নিপোর্ট) আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সালে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করা হয়। নিপোর্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অধীনে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। নিপোর্টের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিকে জোরদার করার জন্য কর্মসূচিভিত্তিক মূল্যায়নধর্মী এবং অপারেশনস্ গবেষণা ও সার্ভে পরিচালনা করা এবং কর্মসূচিকে উন্নয়নের জন্য গবেষণার ফলাফল কার্যকরভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে উপস্থাপন করা। নিপোর্ট গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরাসরি প্রধান কার্যালয়ের মাধ্যমে পরিচালনা করছে । এছাড়া প্যারামেডিক্স, ইউনিয়ন পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের প্রশিক্ষণ বিভাগ/জেলা পর্যায়ে ১১টি পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট (FWVTI) এবং উপজেলা পর্যায়ে ২০টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (RTC) মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

২. **কর্মপরিধিঃ**

ক) জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিপোর্ট প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক, সেবাপ্রদানকারী, প্যারামেডিক্স, মাঠ পর্যায়ের সুপারভাইজার এবং মাঠকর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ও মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে স্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পুষ্টি কর্মসূচি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট মধ্য পর্যায়ের ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষক এবং কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে যা সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে সহায়তা করে থাকে। নিপোর্ট জুলাই ২০১০-জুন ২০১২ সময়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ১২,২৮২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। মৌলিক প্রশিক্ষণ; ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ; ক্লিনিক্যাল ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ; পুনঃ প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রশিক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এ সকল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে মাতৃ মৃত্যু রোধ এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা জোরদার করার লক্ষ্যে বেসরকারি পর্যায়ে দক্ষ সেবা প্রদানকারী সৃষ্টির জন্য কমিউনিটি প্যারামেডিক্স প্রশিক্ষণ নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

খ) গবেষণা হচ্ছে জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়নের দিক নির্দেশনা ও অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম নির্ধারণের জন্য নীতি নির্ধারক, কর্মসূচি ব্যবস্থাপক এবং পেশাজীবিদের তথ্যের মূল উৎস। গবেষণা, মূল্যায়ন ও মনিটরিং কার্যক্রমকে জাতীয় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির একটি অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচির অপারেশনাল প্ল্যানের আওতায় নিপোর্ট বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ্ সার্ভে, ইউটিলাইজেশন অব এসেন্সিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী সার্ভে, আরবান হেলথ্ সার্ভে, পুরুষদের জন্য ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র থেকে প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, চাহিদাভিত্তিক প্রজনন

স্বাস্থ্য বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা/সার্ভে পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠাকাল থেকে নিপোর্টের গবেষণা শাখা বিভিন্ন গবেষণা এবং সার্ভের মাধ্যমে জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে যাচ্ছে। বিশেষভাবে নিপোর্ট গবেষণার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচক সমূহ মনিটর করা, জনমিতিক ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক (আপডেটেড) তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। নিপোর্ট সম্পাদিত গবেষণার মাধ্যমে মা ও শিশু মুত্যু, মা ও শিশুর অপুষ্টি, ফার্টিলিটি এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক বিভিন্ন সূচক সম্পর্কে নিয়মিতভাবে তথ্য প্রকাশ ও তা নীতি নির্ধারকদের নিকট উপস্থাপন করা হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুর হার প্রতি এক লক্ষ জীবিত জন্মে ২০০১ সালের ৩২২ থেকে কমে ২০১০ সালে ১৯৪ হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে সম্পাদিত সার্ভের ফলাফল অনুযায়ী প্রসবপূর্ব সেবা গ্রহণকারীর হার (কমপক্ষে ১ বার) ২০০১ সালের ৪৭.৬% থেকে ২০১১ সালে ৬৮% এ উন্নীত হয়েছে, দক্ষ সেবা গ্রহণকারীর সহায়তায় প্রসবের হার ২০০১ সালের ১২.০% থেকে ২০১১ সালে ৩২% এর উন্নীত হয়েছে, প্রসব পরবর্তী সেবা গ্রহণকারীর হার ২০০১ সালের ১০.৬% থেকে ২০১১ সালে ২৭% এ উন্নীত হয়েছে, প্রসব সম্পর্কিত জটিলতার জন্য সেবা গ্রহীতার হার ২০০১ সালের ৫২.৭% থেকে ২০১০ সালে ৬৭.৯% এ উন্নীত হয়েছে এবং জন উর্বরতার হার (TFR) ২০০৭ সালের ২.৭ থেকে কমে ২০১১ সালে ২.৩ হয়েছে।

এছাড়া অতি সম্প্রতি সম্পাদিত বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এন্ড হেলথ সার্ভে ২০১১ এর ফলাফল অনুযায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার (CPR) ২০০৭ সালের ৫৫.৭% থেকে ২০১১ সালে ৬১% এ উন্নীত হয়েছে, আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৪৭.৫% থেকে ২০১১ সালে ৫২% এর উন্নীত হয়েছে এবং কম বয়সী মায়েদের (Married adolescent) মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২০০৭ সালের ৩৭.৬% থেকে ২০১১ সালের ৪২.৪% এ উন্নীত হয়েছে।

৩. সাংগঠনিক কাঠামো ও জনবল এবং কর্মবন্টনঃ

নিপোর্ট ০১/৭/১৯৯৭ ইং সালে ৯৬৫টি জনবল নিয়ে রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত হয়। এর মধ্যে ৭৬৪টি পদ স্থায়ী। অবশিষ্ট টাস্কফোর্স সুপারিশ বহির্ভূত ২০১টি পদ। রাজস্বখাতে স্থানান্তরিত আদেশের ঙ ক্রমিকের শর্তানুযায়ী কর্মরত কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবসর গ্রহণ, পদত্যাগজনিত, মৃত্যুজনিত বা অন্যকোন কারণে শূন্য হলে বিলুপ্ত বলে গণ্য হবে। এরূপ ১০২টি পদ শূন্য হওয়ায় টাস্কফোর্স সুপরিশ বহির্ভূত ৯৯টি পদ বিদ্যমান আছে। ফলে বর্তমানে অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৭৬৪+৯৯)=৮৬৩ টি। এ ছাড়া নতুন পদ সৃষ্টি হওয়ায় মোট অনুমোদিত পদ সংখ্যা (৮৬৩+২)=৮৬৫।

৪. কর্মসম্পাদন প্রতিবেদনঃ

নিপোর্ট জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১১ সময়ে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ৬২৫৯ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১২ সময়ে ৬০২৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

গবেষণার ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে জাতীয় এবং বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মসূচির সূচক সমূহ মনিটর করা, জনমিতি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্য প্রকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

নিপোর্ট জুলাই ২০১০ থেকে জুন ২০১১ মেয়াদে বাংলাদেশ মাতৃ মৃত্যু ও মাতৃ স্বাস্থ্য সেবা জরিপসহ ৪১টি গবেষণা/সার্ভে, ৩০টি প্রতিবেদন ও প্রকাশনা ও ৯টি কর্মশালা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ কোর্স/সভা আয়োজন করেছে।

৫. বাজেট বরাদ্দঃ

(ক)(১) অনুন্নয়ন খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের বেতন ২০৫.০০ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা, ভাতাদি ৭৩২.৩৫ লক্ষ টাকা, সরবরাহ ও সেবা খাতে ২৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৩৭.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ১৭.৫০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৯০৩.৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ১৬৪১.৪৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) উন্নয়ন খাতে ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১১৮৫.০০ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ১০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে ১১৩০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ৬২৫৯ জনবলকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ৮০টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে।

(খ) (১) অনুন্নয়ন খাতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে কর্মকর্তাদের বেতন ২১০.০০ লক্ষ টাকা, কর্মচারীদের বেতন ৬৮০.০০ লক্ষ টাকা, ভাতাদি ৬২৬.৩৯ লক্ষ টাকা, সরবরাহ ও সেবা খাতে ২৯৭.৬৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ৩২.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৮৯১.০৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৪০.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

(২) উন্নয়ন খাতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে সরবরাহ ও সেবা খাতে ১৪১৭.২৫ লক্ষ টাকা, মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ১৮.৭৫ লক্ষ টাকা এবং সম্পদ সংগ্রহ/ক্রয় খাতে ৩০০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৭৩৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল। যার মধ্যে জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত সর্বমোট ১২৮০.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৬. ভবিষ্যত পরিকল্পনাঃ

নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পেশা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচিতে নিয়োজিত উচ্চ পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায়ে সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা এবং এ প্রশিক্ষণের প্রভাবকে যথার্থভাবে বিচার বিশ্লেষণ করার জন্য (Training related) গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।